স্বাধীনতা ও সমাজ

ইউনিট ৩

ভূমিকা

সৃষ্টির শুরু থেকেই ঈশ্বর বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আদমকে তিনি একা রাখতে পারেন না। তাই তিনি তাঁর সঙ্গিনী করে তারই পাঁজরের হাড় দিয়ে হবাকে সৃষ্টি করলেন। তাঁদের পারস্পরিক প্রেম ভালোবাসা, দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্য দিয়ে স্বাধীন মানুষ হিসেবে গড়ে তুললেন। শুধু স্বাধীন মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেই তিনি থেমে থাকেন নি- তাঁরা যেন একত্রে বসবাস করতে পারেন তাই বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, পশুপাখি, ফুলফল সমৃদ্ধ এক বাগানও তাদের দিলেন। প্রকৃতির এ মিলন ও একাত্মতার মাঝে মানুষ হিসেবে তাঁরাও যেন দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে অনুপ্রাণিত হয়। পরস্পর পরস্পরকে সম্মান শ্রদ্ধা করতে শিখে, তারা যেন এক আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলে ভালোবাসার এক সমাজ গঠন করতে সক্ষম হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১ : নিঃসঙ্গতা ও সম্প্রীতি
পাঠ-১.২ : বন্ধুত্ব গড়ার প্রয়োজনীয়তা
পাঠ-১.৩ : স্বাধীনতা সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা
পাঠ-১.৪ : খ্রিষ্ট বিশ্বাসে সবল জীবন-১
পাঠ-১.৫ : খ্রিষ্ট বিশ্বাসে সবল জীবন-২

পাঠ-৩.১ নিঃসঙ্গতা ও সম্প্রীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সদাপ্রভুর ইচ্ছা কি, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিঃসঙ্গতার কুফল সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**মস্তকস্বরূপ, প্রজ্ঞা, সম্মান, সম্ভ্রম**

আদিপুস্তক ২:১৮,২১-২৩, এফেসীয় ৫:২১-২৩

প্রভু ঈশ্বর বললেন: "মানুষের একা থাকা ভালো নয়। তাই আমি এখন তার জন্যে এমনই একজনকে গড়ে তুলব, যে তাকে সাহায্য করবে, তার যোগ্য সঙ্গী হবে।"... তখন প্রভু ঈশ্বর মানুষের উপর নামিয়ে আনলেন এক তন্দ্রার আবেশ। সে ঘুমিয়ে পড়ল। এই সময়ে তার একটি পাঁজর খুলে নিয়ে তিনি মাংস দিয়ে ওই জায়গাটি ঢেকে দিলেন। মানুষের বুক থেকে খুলে নেওয়া সেই পাঁজর দিয়ে প্রভু ঈশ্বর গড়ে তুললেন একটি নারীকে, তারপর মানুষের কাছে তাকে নিয়ে এলেন। তখন মানুষ বলে উঠল: "শেষ পর্যন্ত এ-ই তো আমার অস্থির অস্থি, আমার মাংসের মাংস। এর নাম হবে নারী, কেননা নরদেহ থেকেই একে তুলে আনা হয়েছে।" সেইজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয় এবং তারা দু'জনে এক দেহ হয়ে ওঠে। "... খ্রিষ্টকে সম্ভ্রম কর বলেই তোমরা পরস্পরের প্রতি অনুগত হয়ো। পত্নীরা, তোমরা যেমন প্রভুর অনুগত তেমনি তোমাদের স্বামীরও অনুগত হয়ো। কারণ স্বামী, স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ। ..."

অনুধ্যান ঃ ঈশ্বর চান না মানুষ একা বাস করুক তাই তিনি মানুষকে একা রাখেন নি। তিনি চান মানুষ পরস্পরের মধ্যে এক ভালোবাসার বন্ধন গড়ে তুলবে। এক সাথে থাকার আনন্দ উপভোগ করবে। মানুষ কিন্তু সব সময় তা করতে সমর্থ হয় না। তাই সময় সময় দেখা দেয় নিঃসঙ্গতা বা একাকীত্ব। এই একাকীত্ব জীবনে সুখ নেই শান্তি নেই। শান্তি, প্রেম, প্রীতি ও মিলনাবদ্ধ জীবন বয়ে আনে সম্প্রীতি। প্রথমত: পরিবারে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তুলে পরবর্তীতে বৃহত্তর সমাজে তা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। বৃহত্তর সমাজ বলতে বুঝায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ।

মনে রাখি ঃ শান্তি, প্রেম, প্রীতি ও মিলনাবদ্ধ জীবন বয়ে আনে সম্প্রীতি।

শব্দটীকা ঃ যোগ্য সঙ্গী - প্রকৃত সঙ্গী

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**নিঃসঙ্গ জীবনের কুফলগুলো আলোচনা করুন।**

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীতে বড় হতে হলে নিঃসঙ্গ জীবন পরিহার করা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ঈশ্বর পরিবারের মধ্যে কী দেখতে চেয়েছিলেন?
i. সম্প্রীতি ii. শ্রদ্ধা-ভক্তি iii. কর্তব্য ও ভালোবাসা
কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

২। নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য কী প্রয়োজন?
i. সুখী মানুষ ii. পরিবার iii. প্রকৃতি
কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

৩। কারা নিজের ও অন্যের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন থাকে না।
ক) খাম-খেয়ালি মানুষ খ) নিষ্ঠুর মানুষ
গ) নিঃসঙ্গ মানুষ ঘ) গরিব মানুষ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রানা খুব বুদ্ধিমান ছাত্র। একদিন মায়ের কাছ থেকে বেশ বড় অংকের টাকা চায়। মা এত টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় রানা বাড়ী থেকে চলে যায়। দুই একদিন যাওয়ার পর রানার মনে হলো সে একা হয়ে গিয়েছে, পরিবারে ফিরে এসে মায়ের কাছে মাফ চাইল, তার ভুল স্বীকার করল।

ক) নিঃসঙ্গতা কী কী কারণে হতে পারে?

খ) কর্তব্যবোধ ও ভালোবাসার মধ্যে কি নিঃসঙ্গতা আছে?

গ) সম্প্রীতি কখন আসে, তা রক্ষা করার জন্য কী কী কাজ করতে পারেন?

ঘ) রানার মতো আমরা আমাদের নিঃসঙ্গ জীবন থেকে কীভাবে নিজেদের উন্নত করতে পারি, ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১: ১. ঘ ২. খ ৩. গ

পাঠ-৩.২ বন্ধুত্ব গড়ার প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বন্ধুত্বের ব্যবহার সম্পর্কে জানবেন।
- বন্ধুত্বের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**বন্ধুত্ব, খ্রিষ্টবিশ্বাসী, আনন্দ ও সরলতা**

শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭, ইসাইয়া ৪০:১১,৪১:৮

প্রেরিতদূতেরা যা-কিছু উপদেশ দিতেন, সকলে তা নিষ্ঠার সঙ্গেই শুনত; তারা মিলেমিশেই জীবন যাপন করত এবং নিয়মিত ভাবেই রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনা সভায় যোগ দিত। সেখানকার প্রতিটি মানুষের মনে কেমন যেন একটা ভয়-বিস্ময় জেগে উঠতে লাগল, কেন না প্রেরিতদূতেরা সেই সময় বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটাচ্ছিলেন, বহু ঐশ নিদর্শন দেখাচ্ছিলেন। খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা তো সকলেই ঐক্যবদ্ধ ছিল; তাদের সবকিছু ছিল সকলের সম্পত্তি। তারা নিজেদের বিষয়সম্পদ বিক্রি করে যা পেত, তা সকলের মধ্যে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করে দিত। দিনের পর দিন তারা এক প্রাণ হয়ে নিয়মিত ভাবেই মন্দিরে যেত এবং তাদের ঘরে রুটি-ছেঁড়ার অনুষ্ঠানও করত; তারা আন্তরিক আনন্দ ও সরলতার সঙ্গে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করত। নিত্যই পরমেশ্বরের বন্দনা করত তারা; সকলেই তাদের ভালোবাসতো। প্রভু পরিত্রাণের পথে যাদের নিয়ে আসছিলেন, তাঁরই প্রেরণায় তেমন সব মানুষ দিনের পর দিন এসে শিষ্য দলে যোগ দিচ্ছিল।

...মেষপালকের মতো তিনি নিজের পাল চরিয়ে বেড়ান, তিনি দু'হাতে মেষশাবকদের জড়িয়ে ধরেন, বুকের কাছে রেখে তাদের বয়ে নিয়ে যান; দুগ্ধবতী মেষিকাকে কত ধীর-শান্ত ভাবে চালিত করেন তিনি। ...কিন্তু তুমি, ইস্রায়েল, সেবক আমার, তুমি যাকোব, মনোনীতজন আমার, আমার বন্ধু আব্রাহামের বংশধর তুমি।

অনুধ্যান ঃ এক সাথে বসবাস করা মানুষের একটি মৌলিক ধর্ম। তাই অন্যদের সাথে একত্রে বসবাস, খাওয়া-দাওয়া, প্রার্থনা করার মধ্যেই প্রকৃত সুখ বা আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। তার জন্যই আমাদের বন্ধুত্ব প্রয়োজন। আন্তরিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক ভালোবাসার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব যা প্রকৃত এবং খাঁটি। বন্ধুত্ববিহীন জীবন অর্থহীন। প্রকৃত বন্ধুত্ব আমাদের জীবনে বয়ে আনে আনন্দ ও শান্তি। বন্ধুত্ব পরিবার ও সমাজকে সুন্দর ও সুষ্ঠু রাখে। বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব থাকলে সকল ক্লেশ দূর হয়ে যায়।

মনে রাখি ঃ বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব আমাদের মহৎ করে। সমাজকে উন্নত করে।

শব্দটীকা ঃ অহংকার - গর্ব, উত্তীর্ণ - অতিক্রান্ত

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**সহপাঠিদের সাথে কেমন সম্পর্ক রাখতে হবে তার একটি তালিকা তৈরি করুন।**

সারসংক্ষেপ

জীবনে বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা অনেক। বন্ধুবিহীন জীবন অর্থহীন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রতিবেশীকে কীভাবে ভালোবাসা যায়?

ক) নিজের মতো খ) বন্ধুর মতো

গ) প্রয়োজন মতো ঘ) নিয়ম মতো।

২। পারস্পরিক ভালোবাসা মানে কী?

i. আত্মীয়তা **ii**. বন্ধুত্ব **iii**. মিলন

কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। বন্ধুত্ব কী সৃষ্টি করে?

i. সততা **ii**. সহমর্মিতা **iii**. ভালোবাসা

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করার আগে রবি সৃষ্টিকর্তার কথা স্মরণ করেই খেলা আরম্ভ করে। তার বিপক্ষ খেলোয়াড় বাবু সৃষ্টিকর্তাকে তাচ্ছিল্য করে বলতো, নিজের ইচ্ছাই সকল প্রাপ্তির মূল চাবিকাঠি। কিন্তু ফাইনাল খেলার ঠিক কয়েক মিনিট আগে বাবুর বাবা মারা গেলেন ও বাবুর মানসিক অবস্থার অবনতির কারণে আর খেলতে পারেনি। রবি বাবুকে সান্ত্বনা দিল। ঠিক তখন থেকেই বাবু, রবির বন্ধুত্বের পরিচয় পেল।

ক) প্রকৃত বন্ধু কে হতে পারে?

খ) ঈশ্বর আমাদের বন্ধু হলে কি কি গুণাবলী তাঁর কাছ থেকে অর্জন করতে পারি?

গ) রবি কেন বাবুকে সৃষ্টিকর্তার কথা স্মরণ করতে বলেছিল?

ঘ) বাবু তার ভুল বুঝে পরবর্তীতে কীভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারবে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২: ১. ক ২. খ ৩. ঘ

পাঠ-৩.৩ স্বাধীনতা সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রকৃত স্বাধীনতা সম্পর্কে জানবেন।
- সকলকে সম্মান করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**নির্দেশ, দাসত্ব, সন্ধি**

গালাতীয় ৫:১, ১৩-১৫, রোমীয় ৮:১৫

খ্রিষ্ট যখন আমাদের স্বাধীন ক'রে দিয়েছেন, তিনি চেয়েছেন, আমরা যেন সত্যিই স্বাধীন হয়ে থাকি। তাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক তোমরা; নিজেদের ওপর আর সেই দাসত্বের জোয়ালটা চেপে বসতে দিয়ো না। "... যে-কথা বলছিলাম, তোমরা তো, ভাই, স্বাধীন মানুষ হওয়ার জন্যেই আহূত হয়েছ। শুধু দেখো, এই স্বাধীনতা যেন তোমাদের নিম্নতর স্বভাবটাকে কোন রকম সুযোগ না দেয়। তোমরা বরং ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরস্পরের সেবা কর! কারণ সমগ্র ঐশ বিধানের সারকথা এই একটি আদেশের মধ্যেই ব্যক্ত: 'তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই ভালোবাসবে।' তবে তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি খেয়োখেয়ি কর, তাহলে সাবধান ঃ তোমরা কিন্তু তাতে নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ঘটাবে।" ... "পরমেশ্বরের কাছ থেকে তোমরা যে আত্মিক প্রেরণা পেয়েছ তা তো দাসের সেই মনোভাব নয়, যার জন্যে তোমাদের আবার ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে; বরং তা পুত্রেরই মনোভাব, যার জন্যে আমরা 'আব্বা! পিতা!' বলে ডেকে উঠি।"

অনুধ্যান ঃ খ্রিষ্ট নিজেই সত্যের পূর্ণতা এবং আধ্যাত্মিক ভাবেই স্বাধীন। এই স্বাধীনতা অসত্য, পাপ এবং আধ্যাত্মিক মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়। প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়া যায় আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে। স্বাধীন মানুষ হওয়ার জন্যেই খ্রিষ্ট আমাদের আহ্বান করেছেন। স্বাধীন মানুষ হিসেবে আমরা যেন ভালোবাসার মানুষ হয়ে উঠতে পারি। প্রকৃত স্বাধীনতা মানুষকে উদার করে। ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন- যেন সম্প্রীতি বজায় থাকে। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে পাপের দাসত্ব হতে মুক্তির বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রিষ্ট এ জগতে মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন আমাদের পাপের দাসত্ব হতে মুক্তি দিতে, যাতে আমরা স্বাধীন মানুষ হয়ে সবার সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হই।

মনে রাখি ঃ প্রকৃত স্বাধীনতা মানুষকে উদার করে ।

শব্দটীকা ঃ উদ্বুদ্ধ - প্রবুদ্ধ, সন্ধি – মিলন

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আমরা কীভাবে আমাদের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করতে পারি তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।**

সারসংক্ষেপ

প্রকৃত স্বাধীনতা মানুষকে উদার করে। ভালোবাসার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। খ্রিষ্ট মানুষকে কোন্ ধরনের স্বাধীনতা দিয়েছেন?

ক) সত্যের খ) অসত্যের

গ) পাপের ঘ) মৃত্যুর।

২। ঈশ্বর আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন?

i. পরাধীন হতে ii. স্বাধীন হতে iii. ভালোবাসার মানুষ হতে

কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৩। কার দ্বারা আমরা স্বাধীনতা লাভ করি?

ক) খ্রিষ্ট ভক্তদের দ্বারা খ) বাবা-মার দ্বারা

গ) আত্মীয়দের দ্বারা ঘ) পবিত্র আত্মার দ্বারা।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

নিতা দশম শ্রেণীর ছাত্রী। সে তার পরিবারে অন্য সকলের চেয়ে আলাদা। তার কোন সহপাঠির যদি বই খাতা না থাকে তবে সে তার অতিরিক্ত বই খাতা থেকে সহভাগিতা করে। পরীক্ষার শেষ দিন তার সহপাঠি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে, সে তাকে নিজ দায়িত্বে বিদ্যালয়ে নিয়ে যায় পরীক্ষা দেওয়াতে। এতে তারও পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায়।

ক) পবিত্র আত্মার ফল কি কি?

খ) দাসের মনোভাব বলতে কি বুঝেন?

গ) প্রভুর আত্মা ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক কি?

ঘ) নিতার ভালোবাসা থেকে আপনি কি শিক্ষা পেলেন লিখুন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩: ১. ক ২. খ ৩. ঘ

পাঠ-৩.৪ খ্রিষ্ট বিশ্বাসে সবল জীবন-১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খ্রিষ্ট বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- খ্রিষ্ট ভক্তের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

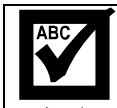 **মুখ্য শব্দ** (Key Words)	**বিশ্বাসী, পরিকল্পনা, স্বর্গলোক**

শিষ্যচরিত ৭:৫৪-৬০

মহাসভার সদস্যেরা মনে মনে রাগে জ্বলতে লাগলেন; স্তেফানের প্রতি আক্রোশে তাঁরা দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন। তিনি কিন্তু পবিত্র আত্মার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্থির দৃষ্টিতে স্বর্গের দিকে তাকালেন। পরমেশ্বরের মহিমা প্রত্যক্ষ করলেন তিনি! আর দেখতে পেলেন স্বয়ং যীশুকে: পরমেশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তখন তিনি বললেন: "ওই যে আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বর্গলোক এখন উন্মুক্ত আর পরমেশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং মানবপুত্র!" তখন মহাসভার সদস্যেরা জোর গলায় চিৎকার করে কানে আঙ্গুল দিলেন আর সবাই মিলে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁরা তাঁকে শহর থেকে ঠেলে বের করে দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগলেন। সাক্ষীরা সৌল নামে এক যুবকের পায়ের কাছে তাদের গায়ের জামাগুলো রেখে দিয়েছিল। সকলে যখন স্তেফানকে পাথর ছুঁড়ে মারছিল, তখন তিনি মিনতি জানিয়ে বললেন: "প্রভু যীশু, এখন আমার প্রাণটা তুমি গ্রহণ কর! ''তারপর তিনি নতজানু হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন; ''প্রভু, এ পাপের জন্যে ওদের দায়ী করো না!" এই কথা বলার পর তিনি শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন।

অনুধ্যান ঃ পবিত্র বাইবেল পাঠ করলে বুঝতে পারি খ্রিষ্ট বিশ্বাসের জন্য অনেকে জীবন দান করেছেন। মণ্ডলীতে সাধু স্তেফান প্রথম ধর্মশহীদ হিসেবেই পরিচিত। সাধু স্তেফান ঐশ অনুগ্রহে ধন্য এবং মহাশক্তিতে অনুপ্রাণিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শক্তিশালী খ্রিষ্টবিশ্বাসী ব্যক্তি হিসেবে সাতজন ধর্মসেবকের একজন হিসেবে মনোনীত হন এবং প্রেরিতশিষ্যদের সঙ্গে বাণী প্রচারের কাজে নিয়োজিত হন। আর সেই বাণী প্রচার করতে গিয়েই সমাজ নেতাদের বেশ কঠিন ভাষায় তিরস্কার করেছেন। তিনি পবিত্র আত্মার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বর্গলোকে পরমেশ্বরের পাশে মানব পুত্রকে দেখতে পান। আর তা তিনি ইহুদী মহাসভার সামনে প্রকাশ করলেন। ইহুদীরা তখন আক্রোশে তার বিরোধিতা করে তাঁকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করলো। স্তেফান নির্ভীকভাবে শহীদ মৃত্যু বরণ করলেন। স্তেফান প্রকৃত পক্ষে খ্রিষ্ট বিশ্বাসী ব্যক্তি হিসেবে সবল জীবনের অধিকারী। তিনি একজন ভালোবাসার মানুষ। খ্রিষ্টকে ভালোবাসার কারণেই তিনি স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে ধর্ম শহীদের মৃত্যু বরণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

মনে রাখি ঃ খ্রিষ্টকে ভালোবাসার কারণেই তিনি স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে ধর্মশহীদের মৃত্যু বরণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

শব্দটীকা ঃ আক্রোশ - রাগ, উন্মুক্ত - খোলা

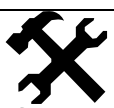 **অ্যাক্টিভিটি** (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**যে কোন একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভক্তের জীবনের উৎকৃষ্ট ও শিক্ষামূলক দিকগুলি লিখুন।**

সারসংক্ষেপ

খ্রিষ্ট বিশ্বাসে শক্তিশালী হয়ে ভালোবাসার মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতেই আমরা আহূত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্তেফানের প্রতি ইহুদীদের মনোভাব কেমন ছিল?

ক) হিংসার খ) রাগের

গ) আক্রোশের ঘ) মন্দতার।

২। সবল মনের অধিকারী ব্যক্তিরা কেমন মানুষ বলে পরিচিত?

i. ভালোবাসার ii. নম্র জীবনের iii. আদর্শ জীবনের

কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৩। স্তেফান কীভাবে সমাজ নেতাদের তিরস্কার করেছেন?

ক) নরম ভাষায় খ) কঠিন ভাষায়

গ) রাগের সাথে ঘ) ভালোবাসার সাথে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

আলফ্রেড খুব ভাল কৃষক। অনেকেই তাকে অনেক লোভ দেখিয়ে অন্য ভাবে কাজ করতে বলতেন। আলফ্রেড ভেবেছিল তার বড় সংসারটি তার এই অল্প রোজগারে যেন সৎভাবে, সৎ উপার্জনে চলে। কারণ সৎ ও কর্মঠদের ঈশ্বর সাহায্য করেন।

ক) স্তেফান কার দ্বারা মনোনীত হয়েছেন?

খ) স্তেফানের আধ্যাত্মিক গুণগুলো কি কি?

গ) কী কারণে স্তেফানকে হত্যা করা হয় এবং কীভাবে?

ঘ) কীভাবে আলফ্রেডের পথ অনুসরণ করে উন্নতি ঘটাতে পারি, ব্যাখ্যা করুন।

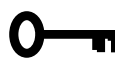

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪: ১. গ ২. ক ৩. খ

পাঠ-৩.৫ খ্রিষ্ট বিশ্বাসে সবল জীবন-২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভালোবাসা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ঈশ্বরপূজার বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

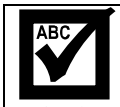 **মুখ্য শব্দ** (Key Words)	**আদর্শ, উৎসর্গ, পরমেশ্বর**

যোহন ২১:১৫-১৯

"সেদিন তাঁদের ওই সকালের খাওয়াটা শেষ হওয়ার পর যীশু সিমোন পিতরকে জিজ্ঞেস করলেন: "যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি কি আমাকে ওদের চেয়ে বেশি ভালোবাস?" পিতর উত্তর দিলেন; "হ্যাঁ, প্রভু, আপনি তো জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি!" যীশু তাকে বললেন; "তাহলে তুমি আমার মেষশাবকদের দেখাশোনা কর!" তারপর দ্বিতীয়বার তিনি পিতরকে একই কথা জিজ্ঞেস করলেন; "যোহনের ছেলে সিমোন তুমি কি আমাকে ভালোবাস?" পিতর উত্তর দিলেন; "হ্যাঁ, প্রভু, আপনি তো জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি!" যীশু তাকে বললেন, "তাহলে তুমি আমার মেষদের পালন কর।" তারপর তৃতীয়বার তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি কি আমাকে ভালোবাস?" যীশু যে তাঁকে তৃতীয়বার "তুমি কি আমাকে ভালোবাস?" এমন প্রশ্ন করছেন, তার জন্য পিতর দুঃখ পেলেন। তিনি এবার বলে উঠলেন: "প্রভু, আপনি তো সবই জানেন! আপনি তো জানেন, আমি আপনাকে সত্যিই ভালোবাসি!" যীশু তাকে বললেন; "তাহলে তুমি আমার মেষদের দেখাশোনা কর! আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই বলছি, তুমি যখন বয়সে তরুণ ছিলে তখন তুমি নিজেই কোমর-বন্ধনী বাঁধতে, আর যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু যখন তুমি বয়সে বৃদ্ধ হবে, তখন তোমাকে হাত দু'টি বাড়িয়ে দিতে হবে; তখন অন্য একজন তোমার কোমরে বন্ধনী বেঁধে দেবে আর তোমাকে নিয়ে যাবে এমনই জায়গায়, যেখানে তোমার যাওয়ার ইচ্ছেই নেই।" পিতর যে কোন্ মৃত্যু বরণ করে পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ করবেন, যীশু এই কথা বলে তারই ইঙ্গিত দিলেন। তারপর তিনি পিতরকে বললেন, "এখন তুমি শুধু আমার অনুসরণ কর।"

অনুধ্যান ঃ যীশু তিন তিনবার পিতরকে একই প্রশ্ন করেছিলেন। অনেকের মতে যীশু এইভাবে পিতরকে তাঁর সেই তিনবার নিজের প্রভুকে অস্বীকার করার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। যীশু পিতরের হাতে খ্রিষ্টমণ্ডলীর ভার তুলে দেবার সময় বিশেষ জোর দিয়ে পিতরকে বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি যে মহান দায়িত্ব পাচ্ছেন সেই দায়িত্ব পালনেই প্রকাশ পাবে প্রভুর প্রতি তাঁর যথার্থ ভক্তি-ভালোবাসা। তিনি পিতরকে একটি পবিত্র দায়িত্ব দিয়েছেন- অর্থাৎ তার মেষদের পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি (যীশু) প্রকৃত মেষপালক। এই জগৎ ছেড়ে পিতার কাছে ফিরে যাবার আগে তিনি নিজের মেষদের পালন করার দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন পিতরেরই হাতে। খ্রিষ্টমণ্ডলীতে যীশুর সেই প্রত্যক্ষ ভূমিকা এখন পিতরকেই পালন করতে হবে। এইভাবেই পূর্ণ হয়েছে যীশুর সেই প্রতিশ্রুতি, যীশুর মতোই পিতরকেও সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। আর একথাটি পিতরের জীবনে পূর্ণ হয়েছিল। তিনি খ্রিষ্টের জন্য ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেছেন এবং নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন, তিনি প্রভুকে ভালোবাসেন। তিনি এটাও প্রমাণ করেছেন যে, আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পনের মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলা যায়। পিতর ছিলেন নম্র, কোমলপ্রাণ, বাধ্য, সহজ সরল ব্যক্তি। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি একজন ভালোবাসার মানুষ, আমরা তাঁকে অনুসরণ করতে পারি।

মনে রাখি ঃ তিনি খ্রিষ্টের জন্য ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেছেন এবং নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন তিনি প্রভুকে ভালোবাসেন।

শব্দটীকা ঃ অঙ্গীকার - প্রতিশ্রুতি দেওয়া, বিসর্জন - সমর্পণ, অনুসরণ - পিছনে পথ চলা

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**যীশুর জন্য জীবন দিয়েছেন এমন দুই-তিনজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর নাম উল্লেখ করুন।**

সারসংক্ষেপ

আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণ ছাড়া প্রভুকে ভালোবাসা সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ভালোবাসা সম্পর্কে পিতরকে কতবার প্রশ্ন করা হয়েছিল?
ক) একবার খ) দুইবার
গ) তিনবার ঘ) চারবার।

২। কীভাবে সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলা যায়?
i. নম্র বাধ্য হয়ে ii. আত্মত্যাগ ও আত্ম সমর্পণ করে iii. সহজ সরল জীবন যাপন করে
কোন্‌টি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i ও ii

৩। পিতর খ্রিষ্টের জন্য কী করেছেন?
ক) ক্রুশে প্রাণত্যাগ খ) আত্মত্যাগ
গ) নম্র জীবনযাপন ঘ) ভালোবাসার জীবনযাপন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

তপন একটি সাধারণ ঘরের ছেলে। বাবা-মা তাকে অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া করাচ্ছেন। সে তার পিতামাতার খুব বাধ্য এবং বড় হয়ে বাবা-মাকে দেখাশুনা করবে। কিন্তু বি.এ পাশ করার পর দেখা গেল তপন যাজক হওয়ার জন্য সেমিনারীতে চলে গেল। বাবা-মা প্রথমে দুঃখ পেলেও পরবর্তীতে খুব আনন্দ পেয়েছেন এই ভেবে যে, ঈশ্বরের ডাকে সে সাড়া দিয়েছে।

ক) ঈশ্বরের দেওয়া চাবি বলতে কী বুঝায়?
খ) পিতরকে কেন যীশু মনোনীত করেছিলেন?
গ) পিতরের কোন কাজের দ্বারা প্রমাণ হয়েছে যে, তিনি যীশুকে ভালোবাসেন - ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) তপনের মতো ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে সমাজে কী ধরনের উন্নতি ঘটতে পারে তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫: ১. গ ২. খ ৩. ক

উত্তরমালা: ইউনিট-৩

পাঠের নাম			
পাঠ-১	১) ঘ	২) খ	৩) গ
পাঠ-২	১) ক	২) খ	৩) ঘ
পাঠ-৩	১) ক	২) খ	৩) ঘ
পাঠ-৪	১) গ	২) ক	৩) খ
পাঠ-৫	১) গ	২) খ	৩) ক